Social Science Research Council (SSRC), Bangladesh. Block-06, First Floor, Planning Division
Ministry of Planning, Sher-E-Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh
Tel: +88-02-9180598, Web: http/ssrc.portol.gov.bd, E-mail: ssrc.planningdivision@yahoo.com

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি), বাংলাদেশ
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি), বাংলাদেশ
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ ।

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রি.

সম্পাদনা : ড. উত্তম কুমার দাশ
উপসচিব
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা : সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল(এসএসআরসি)
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ : রেইনবো প্রিন্টিং প্রেস
৮৫/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন : ০২-৯৩৪১২৬৫
ই-মেইল : rainbowprinting20@gmail.com

প্রচ্ছদ : অর্ণা নিশিতা নিথিলা
ইউআরপি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

আর্থিক সহযোগিতা : পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ।

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ ।

বিষয়সূচি

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	ভূমিকা এবং এমএসআরসি-এর উদ্দেশ্য সমূহ	০১-০২
২.	সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ	০২-০৬
৩.	এসএসআরসির ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় আরও কতগুলো কার্যক্রম:	০৭
৪.	এসএসআরসি এর বর্তমান অর্গানোগ্রাম, পরিস্থিতি এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ	০৭

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ ।

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-৭৮)। উক্ত দলিলে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত ছিল। বিগত ১৯৮২ সাল থেকে এ পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতাদি রাজস্ব খাত থেকে বহন করা হলেও কার্যক্রম পরিচালনার আর্থিক বরাদ্দ রাজস্ব খাত থেকে করা হয় নি। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এ কাউন্সিলের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস নেয়া হয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সরকারের কাছে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি হওয়ায় বিগত ২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে সকল কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে পরিচালিত হয়।

সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের গবেষণার উন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধন, সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনার জন্য গবেষণালব্দ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যসমূহ হলো- ১. সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রম ভিত্তিক এবং সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়ন করা; ২. জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা; ৩.গবেষণা ফলাফলের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা; এবং ৪.বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের উন্নয়ন করা।

প্রতিষ্ঠানটি উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে প্রোমোশনাল, এমফিল, পিএইচডি, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করে থাকে। বিগত ১৯৮৩ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ৬৯০টি গবেষণা সমাপ্ত করেছে। তাছাড়া দক্ষ গবেষক তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পপুলেশন সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, রিসার্চ সেন্টার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারাদেশে গবেষণা পদ্ধতির ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। গবেষণা ফলাফল বিস্তরণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গুণগত গবেষণার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭' প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ সকল গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনা করা হচ্ছে। গবেষণা ডকুমেন্টেশন সেলটির আধুনিকায়ন এবং ব্যবহার উপযোগী করণের কাজ চলছে। এসএসআরসির কার্যক্রম ভিত্তিক একটি আলাদা ওয়েবসাইট (ssrc.portal.gov.bd) খোলা হয়েছে। গবেষণার মান উন্নয়নে দক্ষ গবেষকদের আকৃষ্টকরণ, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণা ফলাফল বিস্তরণের লক্ষ্যে বাজেট প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে সমাজগবেষক, নীতিপ্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে একটা কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় এ প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যৎ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

পুস্তিকাটিতে এসএসআরসিএর কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উন্নয়নকর্মী এবং সমাজগবেষকগণ এ পুস্তিকার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত হবেন। আমি প্রত্যাশা করছি দক্ষ গবেষকগণের সম্পৃক্ততা এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সফল করে তুলবে।

মো. নূরুল আমিন
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ।

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ ।

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল
পরিকল্পনা বিভাগ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (এসএসআরসি) রূপরেখা প্রণীত হয়। এ রূপরেখায় সএসআরসি এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়।

পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরীতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা নীতিমালা 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭' রয়েছে। যা অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালিত হয়। তাছাড়া একটি সমাপ্তকৃত গবেষণার উপর একটি গবেষণা শিরোনাম সম্বলিত একটি পুস্তিকা রয়েছে, যা মাধ্যমিক তথ্যের একটি বিশেষ উৎস হিসেবে গবেষকগণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে এসডিজি সংশ্লিষ্ট তথ্য গ্যাপ পূরণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সামাজিকবিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

২. সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের উদ্দেশ্যসমূহ:

২.১ সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রমভিত্তিক এবং সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়ন করা;

২.২ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিস্তরণ করা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও সমষ্টি উন্নয়নে এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারে সহায়তা করা;

২.৩ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সমষ্টি উন্নয়নের (community development) লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা;

২.৪ গবেষণালব্ধ ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;

২.৫ পরিকল্পনাবিদ, নীতি প্রণয়নকারী এবং প্রশাসকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও গবেষণালব্ধ তথ্য বিস্তরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করা;

২.৬ সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৭ সামাজিকবিজ্ঞানে প্রয়োগিত আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা;

২.৮ বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে কর্মশালা, সেমিনার এবং কনফারেন্সের আয়োজন করা ।

৩. সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহঃ

৩.ক. গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান: এসএসআরসি পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে । এই পাঁচটি ক্যাটাগরির গবেষণা হলো, প্রমোশনাল, ফেলোশিপ, প্রতিষ্ঠানিক, এমফিল এবং পিএইচডি গবেষেণা । এই পাঁচ ক্যাটাগরির গবেষণায় এসএসআরসি প্রণীত গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে ।

৩.ক.১. প্রমোশনাল গবেষণাঃ সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে গবেষণা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে । আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তরুণ গবেষক তৈরিই এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য ।

৩.ক.২. ফেলোশিপ গবেষণাঃ আর্থ-সামজিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানমূলক পরিচালিত গবেষণাই এ প্রকৃতির গবেষণা । প্রবীণ গবেষকগণ এ গবেষণায় সম্পৃক্ত হয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যেই এ গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে । তাছাড়া দেশের প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নে সম্পৃক্ত করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য ।

৩.ক.৩. প্রতিষ্ঠানিক গবেষণাঃ গুণগত গবেষণা, দক্ষ গবেষক তৈরি, ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণায় দক্ষতা অর্জন এবং টেকসই উন্নয়নে অবদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিই এ প্রকৃতির গবেষণার মূল উদ্দেশ্য । এ প্রকৃতির গবেষণায় বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত কোন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এ ক্যাটাগরির গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ।

৩.ক.৪. এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণাঃ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা করার লক্ষ্যে গবেষক সৃষ্টিই এ প্রকৃতির গবেষণার মূল লক্ষ্য । সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর

ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এমফিল/এমএস রেজিস্ট্রেশনলাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির আর্থিক মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৩.খ. গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান, বাছাইকরণ, ইনসেপশান কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন কার্যক্রম: সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিবছর মে-জুন মাসে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানের পূর্বে চাহিদা যাচাই সমীক্ষা, প্রচলিত নীতির গ্যাপ নির্ধারণ, এসডিজি তথ্য গ্যাপে গুরুত্বারোপ করে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করে থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭ এর নিয়ম নীতি অনুযায়ী যাচাই-বাছাইকরণ করা হয়। গবেষকের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং গবেষণা প্রস্তাবনার মান পরিমাপ করে গবেষণা ক্ষেত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত করে গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য ইনসেপশান ওয়ার্কসপের আয়োজন করে গবেষণা প্রস্তাবনার মান নির্ধারণ করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তভাবে নির্বাচনে প্রচলিত জাতীয় নীতিরতথ্য গ্যাপ পূরণ, জাতীয় নীতি সংস্কার ও উন্নয়ন এবং অর্থবছরের বাজেট বিবেচনায় নিয়ে ক্যাটাগরিভিত্তিক গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়।

৩.গ. গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম: গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ কার্যক্রম এসএসআরসি এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ প্রতিষ্ঠানের অধীন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে গবেষণা ফলাফল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীদের উপস্থিতিতে বিস্তরণ করা হয়। বিস্তরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর মতামত বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

৩.ঘ. গবেষণা ফলাফল প্রকাশনা এবং বিতরণ কার্যক্রম: গবেষণা ফলাফল প্রকাশনা ও বিতরণ এসএসআরসির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির অধীন সম্পন্নকৃত গবেষণাসমূহ মান বিবেচনায় নিয়ে প্রতি বছর একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে আরও দুটি জার্নাল একটি বাংলায় (জার্নাল অব সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল) এবং একটি ইংরেজি ভাষায় (Journal of Social Science Research Council) প্রকাশ করা হবে। ক্ষেত্র অনুযায়ী সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ বছরভিত্তিক একটি গুচ্ছ বহি আকারে প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিত সকল জার্নাল ও অন্যান্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিতরণ এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

৩.ঙ. **ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমঃ** এসএসআরসি এর অধীন সমাপ্তকৃত গবেষণা সংরক্ষণের জন্য একটি বৃহৎ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র রয়েছে। এটি পরিকল্পনা চত্তরের এনইসি অডিটরিয়ামের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এ কেন্দ্রে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অর্থবছরে প্রয়োজনীয় ক্রয়কৃত পুস্তকও এ কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হয়। গবেষক, নীতি প্রনেতা, পরিকল্পনাবিদ, একডেমিশিয়ানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এ কেন্দ্রের গবেষণা প্রতিবেদন ও সংরক্ষিত বই ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এ কেন্দ্রের আধুনিকায়নে (ডিজিটাল রূপান্তর) এসএসআরসি এর ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.চ. **গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ** সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে, যাদের প্রশিক্ষণ পচিালনায় প্রয়োজনীয় ভৌত-অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ উপকরণ, দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অধীন কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, স্বাধীনভাবে পরিচালিত সরকারি নিবন্ধনকৃত গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সরকারি বা বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। এসব প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নিজস্ব দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা অথবা দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষমতা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং ট্যাগ প্রদানের প্রমানক রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরির জন্য আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষকের বিস্তারিত তথ্য, প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল জমা প্রদান করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে প্রতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদানের পূর্বে এসএসআরসি কর্মকর্তা/প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার শর্ত পূরণ হলেই আর্থিক মঞ্জুরির জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ অর্থিক মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা। এই মঞ্জুরির অর্থ এককালীন বা দুটি সমান কিস্তিতে প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণার্থী প্রোমোশনাল গবেষণার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা এসএসআর-সির নিয়ম-নীতি মেনে জমা দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক/ অধ্যাপক তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাও সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন। এ প্রশিক্ষণ পরিচালনাকালীন এসএসআরসির মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ পরিবীক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন।

এ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সম্মানী মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে প্রদান করতে হবে ।প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালএবং সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার এসএসআরসিতে জমা প্রদান করতে হবে ।

৩.ছ. বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম: বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন এসএসআরসির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম । ২০১৯ সালে এ কার্যক্রমটির যাত্রা শুরু । ২০১৯-২০২০এ কার্যক্রমের অধীন ২টি গবেষণা পরিচালিত হবে । তাছাড়া প্রতি বছর এ কার্যক্রমের অধীন গবেষণা প্রস্তবনা আহবান করা হবে । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনা (কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নয়ন রাজনীতি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়), ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে । এ গবেষণা ফলাফল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের উপস্থিতিতে বিস্তরণ ও প্রকাশনা করা হবে । এ গবেষণা কার্যক্রমের অধীন প্রকাশনা ভবিষ্যত প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বিস্তরণ করা হবে । এ কার্যক্রমের অধীন গবেষণা প্রতিবেদন ডকুমেন্টেশনে সংরক্ষণ করা হবে । তাছাড়া এ ডকুমেন্টেশনে জাতীর জনকের উপর প্রকাশিত গবেষণাধর্মী পুস্তক সংরক্ষণ করা এ কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিক ।

৩.জ. রিসার্চ আপডেট প্রকাশনা কার্যক্রম: রিসার্চ আপডেট (Research Update) সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের নিয়মিত একটি প্রকাশনা । বছরব্যাপি এ প্রতিষ্ঠানটি যেসব কার্যক্রম করে তার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম প্রতিচ্ছবিভিত্তিক একটি প্রতিবেদন সম্বলিত প্রকাশনা । মূলত এটি একটি বুলেটিন । এটি সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট বিতরণ করা হয়ে থাকে ।

৩.ঝ. গবেষণা নীতিমালা পরিমার্জন কার্যক্রম: এসএসআরসির গবেষণা পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি নীতিমালা (সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭) । এই নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে । সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট এটির পরিমার্জিত কপি বিতরণ করা হয় । তাছাড়া পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে এর সফট কপি রয়েছে । প্রতিবছর কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এই নীতিমালা সমস্যাকেন্দ্রিক অংশের পরিমার্জন করা হয় । তাছাড়া নীতিমালার কোনো অংশের অস্পষ্টতা থাকলে তা পরিমার্জন, পরিবর্ধন করা এ কর্যক্রমের অংশ ।

এসএসআরসি এর আরও কতিপয় কার্যক্রম:

৩.ঞ. সেবা পরামর্শ বাক্স: সেবার মানে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং মানোন্নয়নের লক্ষ্যেএসএসআরসি সেবা পরামর্শ বাঙ কার্যক্রম গ্রহণ করে । স্টেকহোল্ডারগণ তাদের যেকোনো পরামর্শ এ কার্যক্রমের অধীন প্রদান করতে পারে । এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি একটি সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, প্রকাশ ও স্টেকহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে । এই সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী কর্মকর্তা কর্মচারী সেবা প্রদান করছে কিনা তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি ট্রান্সপারেন্ট ' সেবা পরামর্শ বাঙ' প্রতিষ্ঠানটির করিডোরে স্থাপন করা হয়েছে

এবং এর ব্যবহারবিধি এই বাক্সে পার্শ্বে বর্ণিত হয়েছে। স্টেক হোল্ডারগণ কার্যক্রম, কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচরণ বা অন্য যেকোনো বিষয়ে সহজে যাতে মত প্রকাশ করতে পারে তার জন্য একটি মতামত/অভিযোগ ফরমও প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে সেবা গ্রহীতাগণ উক্ত মতামত ফরমে এসএসআরসি এর বিভিন্নকার্যক্রম সম্পর্কে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে স্বীয়মত প্রকাশ করতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ে সেবাগ্রহীতাগণ এলেই সেবামান যাচাই ফরমটি তাদের হাতে দেওয়া হয় এবং তারা তারা তাদের উন্মুক্ত মত প্রকাশও করেন। এই মতামত যাচাই এবং পরীক্ষান্তে যথোপযুক্ত মতামত প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে কাজে লাগানো এই কার্যক্রমের মূল মন্ত্র।

৩.ট. **কর্মচারী র‍্যাপো বিল্ডিং (Rapport Building) কার্যক্রমঃ** এসএসআরসি এর মূল্য লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কার্যগত পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় থাকা তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মচারী র‍্যাপো বিল্ডিং বা সম্পর্ক উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মোটিভেশনসহ বহুমুখী কার্যক্রম যেমন, সন্তান জন্ম, জন্মদিনে শুভেচ্ছা, সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ ভাগাভাগি প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসব পরবর্তি শুভেচ্ছা বিনিময় সভার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পকোন্নয়ন করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমে ইউনিটের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত অর্থায়নে (স্বেচ্ছাধীন) একটি ছোট তহবিল গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩.ঠ. **পারফরমেন্স রিওয়াডিং কার্যক্রমঃ** একসময়ে এসএসআরসির কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণে কর্মকর্তা ও কর্মচারী মধ্যে উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে যাতে কর্মোদ্দিপনা সৃষ্টি হয় এ লক্ষ্যে পারফরমেন্স রিওয়াডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারফরমেন্স বিবেচনায় কতগুলো ইনডিকেটর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ওয়েটেজ দিয়ে কর্মচারীদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পারফরমেন্স বিবেচনায় নিয়মিত ৯.০০টায় উপস্থিতি এবং ৫.০০ টায় গমন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিজ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ সম্পন্ন করা; কর্মপরিবেশে পারস্পরিক সম্পর্ক, সুবিধাভোগীদের সহযোগিতা ও ভাল আচরণ প্রভৃতি। রিওয়াডিং বিবেচনায় চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সুযোগ নাম প্রেরণ ও সুযোগদানে সহায়তা করা। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য ও কিছু একটা উপহার প্রদান করা।

৩. ড. **গবেষক রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমঃ** গবেষক রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমটি ২০১৮ সালে সূত্রপাত করা হয়। সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের নির্বাচিত গবেষকদের একটি সুনির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রেশন নম্বর প্রদান করা হয়েছে। এসএসআরসি এর নিজস্ব কোনো গবেষক নেই এ কারণে ভবিষ্যতে ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা পরিচালনায় এই গবেষকদের সহজে চিহ্নিতকরণে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবছর স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ও গবেষক সম্মেলন করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রমটি তাৎপর্যপূর্ণ।

এসএসআরসির ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় আরও কতগুলো কার্যক্রমঃ

- গবেষণা চাহিদা যাচাই সমীক্ষা কার্যক্রম:
- গবেষণা ফলাফল প্রকাশ, প্রচার এবং গবেষণা মেলা আয়োজন কার্যক্রম;
- গবেষণা ফলাফল ভিত্তিক সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রশিক্ষণ সহায়তা কার্যক্রম;
- সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংস্কার এবং উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তথ্য সরবরাহ কার্যক্রম;
- অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিস্তরণ কার্যক্রম;
- গবেষণালব্ধ তথ্য বিস্তরণে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাগত কার্যক্রম;
- স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং তহবিল গঠন কার্যক্রম;
- গবেষণা ফলাফল বিস্তরণে গবেষক, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ এবং প্রশাসক সমন্বয়ে মিডিয়াতে সংলাপ কার্যক্রম;
- আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন ।

এসএসআরসি এর বর্তমান অর্গানোগ্রাম, পরিস্থিতি এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ

এসএসআরসির বর্তমান অর্গানোগ্রামে একটি সহকারী পরিচালকের পদ রয়েছে। তাছাড়া অর্গানোগ্রামে ২টি গবেষণা কর্মকর্তা, ১টি ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, ১টি লাইব্রেরিয়ান, ১টি তথ্য অনুসন্ধানী, ২টি কম্পিউটার ও সাটমুদ্রাক্ষরিক অপারেটর, ১টি টেলিফোন অপারেটর, ২টি অফিস সহায়ক ও ১টি বুক এটেনডেন্ট পদ রয়েছে ।

এ পদসমূহে সহকারী পরিচালকের পদে একজন উপসচিব কাজ করছেন । অন্যান্য পদে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রয়েছেন । তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে একজন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন । তাছাড়া আরও ২ জন সহকারী সচিব এবং ১ জন পার্সনাল অফিসার কাজ করছেন । অর্গানোগ্রাম পরিবর্তনের একটি আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ।